গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা শাখা

বিষয় ঃ বেসরকারী পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ (ডিপ্লোমা) স্থাপনের নীতিমালা।

১. উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাগণকে বোর্ড এর রেজিস্ট্রার বরাবর বোর্ডের নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে।
২. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গঠনতন্ত্র থাকবে, যাহা হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩ এবং বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫ এর বিধান এর আলোকে হবে।
৩. গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নিয়মমাফিক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিধান রাখতে হবেঃ
   ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১১ জনের বেশী হবে না।
   খ) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে চেয়ারম্যান হবেন জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক অথবা তাহার প্রতিনিধি, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
   গ) বিধিবদ্ধ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত কলেজগুলোতে গভর্নিং বডির সভাপতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
   ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি থাকবে।
৪. কোন ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উক্ত ব্যক্তিকে নগদ বা সম্পদের মাধ্যমে কমপক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকা দান করতে হবে।
৫. প্রতিষ্ঠানের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হবে। এ তহবিল পাঁচ বছরের মধ্যে উত্তোলন করা যাবে না। পরবর্ততে সংরক্ষিত তহবিল থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন লাগবে। সংরক্ষিত তহবিলে রক্ষিত টাকার প্রতি বছরের প্রাপ্ত সূদ প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।
৬. প্রতিষ্ঠানটি হবে সার্বক্ষণিক এবং হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিওশনার্স অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত শিক্ষাদানের জন্য, প্রতিষ্ঠানটিতে বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন অন্ততঃ ১২ জন নিয়মিত শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বোর্ডের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী মোতাবেক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হবে।
৭. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে। মেট্রোপলিটন শহরে ১০ শতাংশ, অন্যান্য জেলা শহরে ১৫ শতাংশ এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ জমি থাকতে হবে। ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষাদান এবং হাসপাতালের কার্যক্রম চালুর জন্য এক বা একাধিক ফ্লোরে বা গৃহে কমপক্ষে পাঁচ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে।
৮. যে ভবনে কলেজের কার্যক্রম চলবে সেখানে ব্যবহারযোগ্য অন্ততঃ পাঁচ হাজার বর্গফুট স্থান থাকতে হবে।
৯. পাঠ্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রত্যেক বিষয়ের পর্যাপ্ত পাঠ্যবই সম্বলিত লাইব্রেরি এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা সরঞ্জামাদি থাকতে হবে।
১০. উপযুক্তভাবে সজ্জিত গবেষণাগার ও বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্র থাকবে।, ইন্টার্নশীপের জন্য কমপক্ষে ১০ টি বেড সম্বলিত ইনডোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১১. প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার আলোকে ছাত্র ভর্থির আসন নির্ধারিত হবে। মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা দানের লক্ষ্যে দরিদ্র তহবিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা হোমিওপ্যাথিক বোর্ড নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী হবে।
১২. প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রাপ্তির সময়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনকাঠামো এবং নিয়োগ বিধি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করতে হবে।
১৩. রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বছরের হিসাব অডিট করতে হবে এবং অর্থ বছর শেষে ছয় মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট বোর্ডে পেশ করতে হবে। এ সংক্রান্ত অডিট ফি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে।

চলমান পাতা-২

১৪. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের শর্তাবলীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩ ও বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫ এ বর্ণিত নিয়মাবলী ও শর্তবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৫. বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচাইলত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন টীম কর্তৃক বছওে অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করতে হবে।

১৬. নতুন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং অন্তবর্তীকালীন স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ফিসসহ স্বীকৃতি নবায়নের আবেদন বোর্ডের রেজিস্ট্রার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

১৭. **বিবিধঃ-**

(ক) বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের জন্য কোন বৈদেশীক প্রতিষ্ঠান বা দাতা সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। তবে, এ ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় বাস্তব প্রয়োজনে এবং সময়ের চাহিদা মিটানোর জন্য এই নীতিমাল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

(গ) এই নীতিমালার পরিপন্থী বিবেচিত হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হোমিও চিকিৎসা অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর বিধান অনুযায়ী যে কোন বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) ইতোমধ্যে স্থাপিত/অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে এই নীতিমালার আওতাভূক্ত বলে গণ্য হবে।

১৮. এই নীতিমালা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং : ৮৬১৯৭৩০

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-০১/২০০৪-৫৭০/৮ **তারিখ : ৩১-০৭-২০০৪ ইং**

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১. মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২. যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড।
৩. যুগ্ম-সচিব (সমন্বয়) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪. উপ-সচিব (চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫. পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. পরিচালক (দেশজ চিকিৎসা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড।
৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (জনস্বাস্থ্য-১ শাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং : ৮৬১৯৭৩০

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড

বাড়ী #১৬, রোড # ১/এ, নিকুঞ্জ-২,
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোন ঃ ৮৯৫৯২৮১-২.
www. homoeopathicboardbd.org

হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিম্নের তথ্যাদি উল্লেখ/সংযুক্ত করত ঃ আবেদন করিতে হবে ঃ

১. রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড
ঢাকা- বরাবর কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরে এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষণ্ডে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদন করতে হবে।

২. কলেজের গঠনতন্ত্রের কপি।

৩. (ক) হোমিওপ্যাথি বোর্ড রেগুলেশন-৮৫ এর ৮ নং ধারায় উল্লেখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির তালিকা।
(খ) বিধিবদ্ধ সংস্থা দ্বারা কলেজটি পরিচালিত হইলে কমিটির সভাপতি পদটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ করার লক্ষে প্রস্তাব করতে হবে।

৪. কোন ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হলে প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে উক্ত ব্যক্তির নামে কমপক্ষে ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকার নগদে বা সম্পদে দান থাকতে হবে।

৫. প্রতিষ্ঠানের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হবে।

৬. বোর্ডের বিধি-বিধানে উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন কমপক্ষে ১২(বার) জন সার্বক্ষনিক শিক্ষক থাকতে হবে।

৭. বোর্ডের নির্ধারিত ডিএইচএমএস কোর্সের পাঠ্যসূচী মোতাবেক শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে।
(ক) মেট্রোপলিটন শহরে কমপক্ষে ১০(দশ) শতাংশ।
(খ) জেলা শহরে কমপক্ষে ১৫(পনের) শতাংশ।
(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০(ত্রিশ) শতাংশ।
(ঘ) ঢাকা মহানগরীতে এক বাএকাধিক ফ্লোরে বা গৃহে কমপক্ষে ৫ হাজার বর্গফুট জায়গা।

৯. যে ভবনে কলেজের কার্যক্রম চলবে সেখানে ব্যবহারযোগ্য অন্ততঃ ৫(পাঁচ) হাজার বর্গফুট স্থান থাকতে হবে।

১০. প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত বই সম্বলিত লাইব্রেরী এবং ল্যাবরেটরীতে (ব্যবহারিক শিক্ষা/চিকিৎসা) উপকরণ/সরাঞ্জাম থাকতে হবে।

১১. সুসজ্জিত গবেষণাগার এবং বর্হিবিভাগে কমপক্ষে ১০টি বেড সম্বলিত ইনডোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২. হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন কাঠামো উল্লেখ করতে হবে।

১৩. চাটার্ড একাউনেটেন্ট ফার্ম কর্তৃক অডিট করতে হবে।

১৪. (ক) কলেজ প্রতিষ্ঠার আবেদন পত্রের সাথে আবেদন ফি হিসেবে রেজিস্ট্রার বরবর ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার ডিডি/পে-অর্ডার।
(খ) ম্যানেজিং কমিটির সর্বশেষ ৩টি সভার কার্যবিবরণী।
(গ) জমির দলিল, নামজারীর রেকর্ড, খাজনার রশিদ, আসবাব পত্র, কমন রুম, নামাজ গৃহ এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য বিবরণ/তথ্যাদি/সংযুক্ত করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ সকল তথ্যাদি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের স্বীকৃতির জন্য আবেদিত কলেজ সমূহের অবশ্যই করণীয় বিষয় সমূহ ঃ

১। আবেদন পত্র ঃ কলেজ ও হাসপাতালের নিজস্ব প্যাডে আবেদন করতে হবে।

২। গঠনতন্ত্র ঃ কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার জন্য একটি অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে।

৩। ম্যানেজিং কমিটি ঃ বোর্ডের রেগুলেশন-১৯৮৫ এর ০৮ ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠ করতে হবে -

(ক) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তঅ পদাধীকার বলে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন। যেকোন সভায় বা পদির্শনকালীন সময়ে তিনি অথবা তাঁর একজন যোগ্য প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

(খ) বোর্ডের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভূক্ত থাকবে (স্বীকৃতির পর)

(গ) শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধির নাম থাকবে।

(ঘ) চিকিৎসকদেও মধ্য থেকে একজন সিনিয়র চিকিৎসক প্রতিনিধির নাম থাকবে।

(ঙ) দুইজন নির্বাচিত অভিভাবজ প্রতিনিধির নাম থাকবে।

(চ) একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের নাম থাকতে হবে (অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ণকৃত)

(ছ) একজন হোমিও রেজিষ্টার্ড চিকিৎসদের নাম অন্তর্ভূক্ত থাকবে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)

(জ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন বোর্ড সদস্য প্রতিনিধি থাকবে।

(ঝ) একজন দাতা সদস্যের নাম থাকতে হবে (অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত)

(ঞ) অধ্যক্ষ উক্ত কমিটির সদস্য সচিব বা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। কোন ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান হলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ২৫ লক্ষ টাকা নগদ অনুদান বা সমপরিমাণ সম্পদ দান করতে হবে।

৫। প্রতিষ্ঠানের নামে তফসিলি ব্যাংকে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার এফডিআর জমা রাখতে হবে।

৬। কলেজ ও হাসপাতালে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক ও চিকিৎসক থাকতে হবে। শিক্ষক ও চিকিৎসকদের আলাদা আলাদা রেজিষ্টারে নাম, পিতার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানের যোগদানের তারিখ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৭। জমিঃ প্রতিষ্ঠানের নিজ নামে জমির দলিল থাকতে হবে। সর্বশেষ নামজারী খাজনাসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানের নামে হতে হবে। জেলা পর্যায়ে জমির পরিমাণ কমপক্ষে ১৫ শতাংশ এবং উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ হতে হবে।

৮। লাইব্রেরী ঃ প্রতিষ্ঠানে একটি লাইব্রেরী থাকতে হবে। যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের একাধিক বই সংরক্ষিত থাকবে।

৯। প্রতিষ্ঠানের একটি আউটডোর হাসপাতাল কার্যক্রম এবং কমপক্ষে ১০টি বিছানায় ইনডোর হাসপাতাল থাকতে হবে।

১০। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে।

১১। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকতে হবে যা অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা তৈরী করা।

১২। ম্যানেজিং কমিটির সর্বশেষ তিনটি সভা কার্যবিবরণী থাকতে হবে।

১৩। একটি ছাত্রী কমনরুম, শিক্ষক কমনরুম ও অধ্যক্ষের আলাদা রুম থাকতে হবে।

১৪। বর্হিবিভাগ হাসপাতালে প্রাথমিক মেডিকেল যন্ত্রাংশ থাকতে হবে (যেমন : মাইক্রোস্কোপ, টেস্ট টিউব, টিউব হোল্ডার, ঝার বিপি মেশিন, ইত্যাদি)।

১৫। বর্হিবিভাগ রোগীদের রেজিষ্টার থাকতে হবে।

১৬। কলেজ ও হাসপাতালের সামনে সাইন বোর্ড ও ঠিকানা থাকতে হবে।

১৭। শিক্ষক ও চিকিৎসক, কর্মকর্তা কর্মচারীদেও বেতন কাঠামো থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, পরিদর্শন কালে সকল শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এপ্রোন পরিধান অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে। প্রত্যেক কক্ষের সামনে পর্দা ও কক্ষের নাম উল্লেক রাখতে হবে যেমন : অধ্যক্ষের অফিস কার্যালয়, শিক্ষক মিলনায়ন, আউটডোর হাসপাতাল, ইনডোর হাসপাতাল, ছাত্রী কমনরুম ইত্যাদি।